W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 87 /WBHRC/~~Com/2016~~ SMC-17

Date: 01 03.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Ananda Bazar Patrika' a Bengali daily dated 01.03.2017, captioned 'ব্যান্ডেজ বাঁধায় বাদ গেল পা-ই'

Superintendent, Bankura Medical College & Hospital is directed to furnish a report after proper enquiry fixing responsibility in connection with amputation of the right leg of the child of Sri Shantimoy Monday and Smt. Koushalya Mondal on or before 3rd April 2017.

1/03/2017

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 01.03. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper.

আনন্দবাজার পত্রিকা ০১/০৩/২০০৭

।। ছবি: রেজাউল চৌধুরী

বাঁকুড়ায় বিপন্ন শিশু

ব্যান্ডেজ বাঁধায় বাদ গেল পা-ই

নিজস্ব সংবাদদাতা

বাঁকুড়া: ডান পায়ের পাতা বাঁকা ছিল বলে চিকিৎসকেরা ১২ দিনের সদ্যোজাতের পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিলেন। সেই ব্যান্ডেজ যখন খোলা হল, তখন শিশুটির পা পচে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত পা-ই কেটে বাদ দিতে হল ওই শিশুর।

এই ঘটনায় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন শিশুটির বাবা-মা শক্তিময় ও কৌশল্যা মণ্ডল। একই সঙ্গে তা উঠে গিয়েছে মানিকজোড়ের আদুল সেন্টার হাত বাদ যাওয়ার ঘটনাও। মানিকজোড়ের অঙ্কুরের ক্ষেত্রে অভিযোগের কয়েকদিন ছিল আসানসোল জেলা হাসপাতাল। গত বছর ফেব্রুয়ারিতে নিউমোনিয়া আক্রান্ত একবছরের অঙ্কুরের রক্ত পরীক্ষার জন্য ডান কনুইয়ের উপরে টুনিকেট (রবারের ব্যান্ড) বেঁধেছিলেন আসানসোল হাসপাতালের নার্স। খুলতে ভুলে যান। বন্ধ হয়ে যায় রক্ত চলাচল। ৭২ ঘণ্টা পরে ব্যান্ড যখন খোলা হয়, তখন রক্ত জমাট বেঁধেছে। এসএসকেএম হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করে বাদই দিতে হয় নীল হয়ে যাওয়া হাত।

ছাতনার কেশরগড়ের এলাকার মণ্ডল দম্পতি তাঁদের শিশুপুত্রের ডান পা বাদ যাওয়ার জন্য এমনই গাফিলতির অভিযোগ তুলছেন। ৬ জানুয়ারি বাঁকুড়া মেডিক্যালে জেলে হয় কৌশল্যার। জন্ম থেকেই সদ্যোজাতের ডান পায়ের পাতা বাঁকা ছিল। ওই মাসের ১০ তারিখ হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেন কৌশল্যা। ১৮ জানুয়ারি তাঁরা শিশুটিকে নিয়ে বাঁকুড়া মেডিক্যালের আউটডোরে যান। এক চিকিৎসক পায়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। সাত দিন পরে ওই ব্যান্ডেজ খোলার কথা ছিল। কিন্তু ব্যান্ডেজ বাঁধার পর থেকেই শিশুটি যন্ত্রণাকাতি শুরু করায়

■ অসহায়: মায়ের কোলে সেই শিশু। ছবি: অভিজিৎ সিংহ

তাকে ফের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ২২ তারিখ। শক্তিময় বলেন, "আউটডোর বন্ধ থাকায় জরুরি বিভাগে দেখিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই।" ২৫ জানুয়ারি আউটডোরে ব্যান্ডেজ খুললে দেখা যায়, পায়ের চামড়ার সঙ্গে তা জুড়ে গিয়েছে। পর দিন হাসপাতাল জানায়, শিশুটিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা নেই। হাসপাতাল থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করে শিশুটিকে পাঠানো হয় এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে।

সেখানে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, অস্ত্রোপচার করে শিশুটির পা বাদ দিতে হবে। সেই মতো ৩১ জানুয়ারি শিশুটির ডান পা হাঁটু থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি শিশু নিয়ে বাড়ি ফেরেন দম্পতি। মঙ্গলবার বাঁকুড়া সদর থানায় চিকিৎসায় গাফিলতির লিখিত অভিযোগ জানান তাঁরা। বাঁকুড়া মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান বলেন, "গোটা ঘটনা না জেনে, চিকিৎসায় গাফিলতি রয়েছে বিনা বলা যাবে না।"

টাকা না পেলেও আটকানো যাবে না মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান: এক নার্সিংহোম মালিক জানতে চাইলেন, "স্যার, রোগীর বাড়ির লোক টাকা দিতে না পারলে কী করব?" জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রণব রায়ের জবাব, "রোগীর পরিজন টাকা দিতে না পারলে জোর করা যাবে না। মৃতদেহ কোনও ভাবেই আটকানো যাবে না।"

মঙ্গলবার বুধুয়া বর্ধমানের সংস্কৃত মঞ্চে জেলার নার্সিংহোম মালিকদের সঙ্গে বৈঠকে প্রণববাবু ছাড়াও উপস্থিত জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন, সভাধিপতি দেবু টুডুরা। দিন কয়েক আগেই রাজ্যের তাবড় বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমের 'ঘনিষ্ঠজনেরা'-এর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, অসহায়কে প্রাণ দেওয়া হবে না। তার পরেও বর্ধমানের সিজি নার্সিংহোমে কাঞ্চনজঙ্ঘা চুমকি সেনের পরিবারকে মেরেছে। অভিযোগ ওঠে। সেই আবহেই ছিল এ দিনের বৈঠক।

বৈঠকে জেলার ১৫৫টি নার্সিংহোমের কর্তৃপক্ষ হাজির ছিলেন। প্রশাসনের কাছে তাঁদের অনেকেরই আর্জি, "অনেক স্বাস্থ্য-পরীক্ষারই খরচ নির্দিষ্ট করা নেই। তাই রোগীরা বা তাঁদের পরিবার তা নিয়ে নানা সময় গোলমাল পাকান। আপনারা একটা গাইড লাইন তৈরি করে দিলে দিন নিজে সুবিধা হবে।"

স্বাস্থ্য দফতর ও প্রশাসনিক কর্তাদের বক্তব্য, এ ব্যাপারে প্রাইভেটিক ভাবে নিজেদের শ্রেণি বিভাগ করতে হবে নার্সিংহোম মালিকদের। কোন শ্রেণির নার্সিংহোমে কীসের জন্য কত টাকা লাগবে তা প্রস্তাবের আকারে জেলা স্বাস্থ্য দফতরে জানালে, তা রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে পাঠানো হবে। তবে জেলাশাসক নার্সিংহোম কর্তাদের মনে করিয়ে দেন, "স্বাস্থ্য পরিষেবার সাথে সাধারণ ব্যবসার তফাত রয়েছে। আপনাদের দায়িত্ব আছে। রোগী গরিব হলে ভর্তি নেন না, অথবা টাকা না পেলে মৃতদেহ আটকে রাখেন—এটা করা যাবে না।"

...লে দেওয়ায় ...পর্ষদ কর্তা

আশুতোষবাবুর সাথী শিক্ষকেরা ক্লাসে ঢুকে তাঁরা ছেলেদের বলতে থাকেন, 'কী রে সব পারছিস তো, না পারলে বলিস।' তার পর, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ছেলেমেয়েদের উত্তর বলে দিয়ে বেরিয়ে যান।" প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওই 'কাণ্ড' চলার সময়ে বেথুনি বিদ্যাপীঠের শিক্ষকেরা প্রতিবাদ জানাতে পাল্টা ফিরে এসেছিল ধমক। পর্ষদের কাছে এমনই অভিযোগ করেছেন ওই স্কুলের শিক্ষকেরা।

অভিযোগ উঠিয়ে আশুতোষবাবু বলেন, "বেথুনি বিদ্যাপীঠের অধিকাংশ শিক্ষকই সিপিএমের শিক্ষক সংগঠনের সদস্য। আমি শাসক দলের শিক্ষক সংগঠন করি বলে এমন সাজানো অভিযোগ করেছেন ওঁরা।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি জগদীশময় গঙ্গোপাধ্যায় অভিযোগ পেয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে বেথুনি বিদ্যাপীঠের এক শিক্ষক বলেন, "তদন্ত কী হবে, বুঝতেই পারছি। ক্ষমাঘেন্না এসেই বলবে যাবেন, 'সামান্য ভুল হয়েছে বুঝি তো, মিটিয়ে দিন না।' প্রশ্নপত্র যে ...